অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। চ্যালেঞ্জ সর্বত্রই ।।

আজকাল যেখানেই যার সাথে দেখা হয় 'কেমন আছেন - ভালো আছি' বলাবলির পরেই প্রশ্ন - কী হতে যাচ্ছে দেশে বলতে পারেন? দেশের লেটেষ্ট কী খবর? তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী হবে? এ সরকার কী শেষমেষ সামাল দিতে পারবে? আবার কী এক এগারোর মত কিছু হচ্ছে? যা শুনছি তাতে ফেব্রুয়ারীর আগে দেশে কী যাওয়া যাবে? এমন অনেক প্রশ্ন হরহামেশা কম বেশী সকলেই পাচ্ছেন। তাহ'লে উত্তরটা কী? কার কাছে আছে এর সঠিক উত্তর? আমার মনে হয় কেউ বলতে পারে না এর সঠিক উত্তরটা কী হতে পারে। খোদ সরকারের এক নম্বর আর বিরোধী জোটের এক নম্বরও বোধ করি বলতে পারবেন না। কারণ তাঁরা উভয়েই যার যার এজেন্ডা নিয়ে এগোচ্ছেন। সরকারের এজেন্ডা সংবিধান অনুযায়ী পৃথিবীর অন্যান্য গনতান্ত্রিক দেশে যেমন করে নির্বাচন হয় তেমন করেই এবারের নির্বাচন হবে যদিও এই সরকারই বিরোধী দলে থাকতে সর্বপ্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন করেছেন এবং সফল হয়েছিলেন। তা'হলে প্রশ্ন হলো এখন কেন তাঁরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরোধীতা করছেন? কেন মানুষকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মামলা করতে হলো। কেন সে মামলার রায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিপক্ষে গেল? কারণ একটাই - তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার মধ্যেই অগণতান্ত্রিক এবং অসৎ কর্মকান্ডের প্রমাণ মিলেছে। সর্ষের ভিতরেই ভূত আছে। লতিফুর রহমান তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হবার আগেই "হোম ওয়ার্ক" করে এসেছিলেন কিভাবে এই সুন্দর একটি প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবোধক করে তোলা যায়। আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন তাতে তাঁর লাভ? - হ্যাঁ লাভ অবশ্যই আছে। নিজের আখেরটা খুব ভালোভাবে গুছিয়ে নেয়া যায়। ওদিকে মরহুম প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দীন (যিনি 'ইয়েস উদ্দীন' নামে অধিক পরিচিত) দলের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে নিজেই স্বঘোষিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হয়ে একবারে ল্যাজে-গোবরে করে দিয়ে তৃতীয় শক্তির অযাচিত অনুপ্রবেশের পথ সুগম করে দিলেন। এর ফলে তাদের 'যা ইচ্ছা তাই" করার সূবর্ণ সুযোগ তৈরী হয়ে গেলো। ফলে তারা ইচ্ছে মত যাকে খুশী হেনস্তা করেছে, জেলে পুরেছে আবার টু'পাইস কামিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। ব্রিগেডিয়ার বারীর কথা নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যাননি। কী দাপট তাদের সেই সময়ে।

একটা গল্পের কথা মনে হলো। দাপটের গল্প। সেই সময়ে অর্থাৎ জেনারেল মঈনের সময়কার কথা বলছি। সবাই তটস্থ আর্মির ভয়ে। কেউ কারো সাথে কথা বলতে ভয় পায়। কখন কোন কথায় আর্মির কাছে ধরিয়ে দেয়। যাহোক, গল্প হলো বাসে দু'জন যাত্রি পাশাপাশি বসে আছেন। তো এক যাত্রি ধরুন রহিম অপর যাত্রি করিমের পায়ের উপর অনেক্ষণ ধরে অন্য মনস্কভাবে পাড়া দিয়ে আছে। করিম নানাভাবে চেষ্টা করছে পা টা সরাতে কিন্তু রহিম কিছুতেই পা সরাচ্ছে না। চেপে আছে তো আছেই। এক সময় করিম বেচারা আর সইতে না পেরে রহিমকে বলছে - আচ্ছা ভাই একটা কথা বলবো কিছু মনে করবেন না তো? রহিম বিনীতভাবে বললো - না না মনে করবো কেন, বলেন। করিম বললো - আপনি কী আর্মিতে চাকরি করেন? নাতো কেন বলেন তো? না মানি বলছিলাম কী আপনার কোন আত্মীয় স্বজন কী আর্মিতে চাকরি করে? রহিমের উত্তর - না। কোন বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী বা চেনা জানা কেউ? রহিমের উত্তর - না ভাই আর্মির কাওকেই আমি চিনি না। এবার করিম চোখ দুটো যত বড় করা যায় তেমন করে দন্ত কিড়মিড়িয়ে রহিমকে বললো - তা হ'লে শালা আমার পায়ের উপর পা দিয়ে চেপে আছিস কেন? পা সরা ....।

তো, এমন সব নানা অভিজ্ঞতার আলোকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ভালো জেনেও ১৪ দলীয় জোট আর 'চূন খেয়ে মুখ পোড়াতে চায় না'। তা'হলে প্রশ্ন আসে বর্তমান সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে সে নির্বাচন নিরেপেক্ষ

হবে তার কী কোন গ্যারান্টি আছে? না সেটাও হয়তো নেই তবু কোন এক জায়গা থেকে তো শুরু করতে হবে? প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার একটা কথা বিরোধী দলের নেত্রী খালেদা জিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন - তত্ত্বাবধায়ক সরকার এলে অমন ব্রিগেডিয়ার বারীদের যে আবির্ভাব হবে না তার কী কোন নিশ্চয়তা আছে? সেক্ষেত্রে আমাদের উভয়কেই সদলবলে জেল জুলুম সইতে হবে। সেটা ভালো না ক্ষমতা বারী গংদের হাতে না গিয়ে জনগণের হাতে থাকা ভালো। জনগণ সিদ্ধান্ত নিক কারা দেশ চালাবে। সেই প্রক্রিয়াটা ঠিক করার জন্য তিনি বিরোধীদলীয় নেত্রীকে বারংবার সংসদে আসার তাগিদ দিচ্ছেন। বলছেন আসুন আমরা সংসদে বসে তথাকথিত তত্ত্বাবধায়কদের বাদ দিয়ে কী করে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারি সেটা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেই। বিরোধী দলীয় নেত্রী তা' মানতে নারাজ। তাঁর উপর জামায়াতের চাপ আছে। যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে হবে। তাছাড়া ছেলেদেরকেও দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। ক্ষমতায় না গেলে এগুলো কোনভাবে সম্ভব নয়। কিন্তু জামায়াতের উপর ভর করে পেরেছেন কী এই পাঁচ বছরে কোন সফল আন্দোলন করতে? পারেন নি। তাঁর নিজের দলেও যথেষ্ঠ সমস্যা। আন্দোলন হরতাল বিক্ষোভের ডাক দিলে দলের অধিকাংশ নেতা কর্মীদের রাজপথে খুঁজে পাওয়া যায় না। আন্দোলন যা হয় জামায়াতের উপর ভর করে। দলীয় কোন্দল চরমে। এই তো গত ২৭ সেপ্টেম্বর (দৈনিক জনকণ্ঠ) তাঁদের দলীয় নেতা গয়েশ্বর রায় বললেন যারা ম্যাডামকে মাইনাস করতে চেয়েছিলো তারাই এখন তাঁকে ঘিরে আছে। তিনি চলছেন তাদের কথায়। ব্যারিস্টার মওদুদ তো আজান দিয়ে নেমে পড়েছেন যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচাতে কারণ তিনি জানেন জামায়াত-হেফাজত ছাড়া কোন আন্দোলন তাঁরা দাঁড় করাতে পারছেন না। কোন কর্মসূচী সফল করতে পারছেন না।

জামায়াতের নিজেদের মধ্যেও এখন ভাঙ্গনের শব্দ শুনি। একটি দল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের বাদ রেখে দলকে নতুনভাবে দাঁড় করাতে। আর সেখানে বিএনপি যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য নিজের নেতা কর্মীদের কথা অগ্রাহ্য করে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টায় নিবেদিত। দলের যখন এ অবস্থা তখন কী পারা যাবে আন্দোলন করে সরকার হটাতে? পারা কী যাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূনঃজীবিত করতে? বরং আমি মনে করি সরকারের সাথে আলোচনা করে তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতি বাদ দিয়ে নতুন একটি পথ বের করা যাতে সর্বসম্মতিক্রমে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করা যায়। সেক্ষেত্রে বিএনপির নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা বেশী। ৫ সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল অন্তত সেটাই সমর্থন করে। এ সরকার যে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন করতে সমর্থ তার প্রমাণ কিন্তু তাঁরা ৫ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে দিয়েছেন। মিডিয়া ক্যু, এই ক্যু সেই ক্যু করে চাইলে তারা দু একটি সিটি করপোরেশন ধরে রাখতে পারতো। রাখেনি।

বিরোধী দলের নেত্রীর হিসাব তাঁর কাছে। ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর হিসাবও তাঁর কাছে। কার হিসাব যে ঠিক তা কেউ বলতে পারে না। সরি ভুল বললাম। বলতে পারেন শুধু দেশের টেলিভিশনে টক শোর 'সবজান্তা' বক্তারা। তাঁদের কাছে দেখবেন সব সমাধান আছে। এঁদের কথা শুনে মনে হয় দেশটা ওদের হাতেই দিয়ে দেয়া উচিৎ। কিন্তু ওদের কাওকে দেশের ক্রাইসিসের সময় দেখা যায় না। আবারও ভুল বললাম - যদি সে ক্রাইসিসে সেনা সমর্থন থাকে তবে তারা তখন বুকে ছ্যাপ দিয়ে আবার টিভি ক্যামেরার সামনে হাজির হন। শুনেছেন তো বোধ হয় অতি সম্প্রতি দুই উল্ল্যাহকে হাইকোর্ট তলব করেছে টক শো'তে অতিমাত্রায় জ্ঞান দেবার জন্য। তাঁরা জ্ঞান দিতে দিতে হাইকোর্টের রায় নিয়েও জ্ঞান দিয়ে ফেলেছেন। এই ধরণের জ্ঞান দাতাদের আরেকটি নাম আছে তা'হলো 'জজের উকিল' মানে কিনা তাঁরা জজ সাহেবেরও উকিল বনে যান।

এমনি আরেক জজের উকিলের আমদানি হয়েছে ময়দানে। এঁর সমস্যা হলো ইনি নিজেই জানেন না তিনি কী চান? আবার চাইলে জানেন না কেন চান। তাঁর নামের আগে 'বঙ্গবীর' ঝুলানো আছে। হ্যাঁ একাত্তরে তিনি বঙ্গবীর ছিলেন সেজন্য তাঁকে সেলুট করতাম তবে পরবর্তীতে তিনি হন 'বঙ্গচির' (কৃমির আরেক নাম চির)। বেশী অতীতে যাবো না। গত ২৬ তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাবে তিনি বললেন 'ছাগলের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে, কিন্তু শেখ

হাসিনার অধীনে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না"। এরপর একই সময়ে বললেন 'আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনায় ১শ' ভাগ ব্যর্থ হয়েছে। আর দেশের মানুষের অধিকার রক্ষায় বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে ১ হাজার ভাগ" (বিডিনিউজ২৪.কম, আমাদের সময় ২৭.৯.১৩)। বলিনি - তিনি নিজেই জানেন না তিনি কী চান? আবারও ভুল বললাম - তিনি জানেন শুধু নিজেরটা। এক সময়ে ভাবতেন গোটা টাঙ্গাইল তাঁর - এর স্থাবর-অস্থাবর সবই তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি। সেটায় বাধা দেয়ায় তিনি গলায় গামছা দিয়ে যারা বাধা দিয়েছে বা তাঁর সে কার্যকলাপে সায় দেয়নি তাদেরকে যুগ যুগ ধরে দেখে নেয়ার হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। শোনা যায় তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্য অনেক কিছু করেছেন। তাঁর হত্যার প্রতিবাদে স্বেচ্ছা নির্বাসনও নিয়েছেন। তবে আমি নিজে তাঁর মুখ থেকে যে কথা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বলতে শুনেছি তাতে তাঁকে আমার কোন কিছুতেই একবিন্দু বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সে ঘটনাটাই তবে বলি এখন।

১৯৯৮ সালের কথা। আমি তখন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। দেশে গেছি। সকালে নাস্তার টেবিলে এম আর আখতার মুকুল বললেন - তোমরা এবার ১৫ই আগষ্টের অনুষ্ঠানে কাওকে অতিথি করে নেয়ার কথা ভাবছো? তিনি এর আগে ১৯৯৬-তে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু পরিষদের শোক দিবসের অনুষ্ঠানে দেশ থেকে অতিথি হয়ে সিডনি এসেছিলেন। আমি বললাম এবার আমাদের ইচ্ছা বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীকে নেবার। আপনি ব্যবস্থা করে দিন। যেই বলা সেই কাজ। তিনি ফোনটা তুলে বললেন - বঙ্গবীর আপনাকে তো সিডনি যেতে হবে শোক দিবসের অনুষ্ঠানে। আপনি বিকেলে সাগর পাবলিশার্সে আসেন কথা হবে। বিকেলে তৈরী হয়ে আছি। সে কী উত্তেজনা আমার। কেবল তাঁর বাঁশীই শুনেছি, চোখে দেখিনি। আজ প্রথম দেখবো সেই অদেখা বীরকে। সিডনিতে যদি না-ও যান তবু বীরের হাতটা তো ছুঁতে পারবো। বিকেলে বেইলী রোডে সাগর পাবলিশার্সে যথারীতি তিনি এলেন। একথা সেকথায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন - আপনারা আমাকে সিডনি নিতে চান কেন? বললাম আপনার কাছে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনবো, বঙ্গবন্ধুর কথা শুনবো। আপনার মত করে বঙ্গবন্ধুকে আর কী কেউ ভালোবাসে? সাগর পাবলিশার্সে পড়ুয়া ক্রেতারা গমগম করছে। সবাই আড় চোখে বঙ্গবীরকে দেখছে। আমাদের কথা শুনছে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন - মুক্তি যোদ্ধাদের কথা কী আর বলবো - ওরা তো এখন পথের ফকির। আর বঙ্গবন্ধু তো জাতীয় বেঈমান। তার কথা আর কী বলবো। আমি চমকে উঠে আবার জিজ্ঞেস করলাম কী বললেন - সেই একই কথা বললেন। আমি বসা থেকে দাঁড়িয়ে গেলাম। যারা দোকানে বই নাড়াচাড়া করছিলেন তাঁদের দু'একজনের হাত থেকে বই পড়ে গেলো। আমি তাকিয়ে এম আর আখতার মুকুলের দিকে। তিনি মাথা নিচু করে বসে আছেন। আমরা বোধ হয় এমনই হতভম্ব যে কী করা উচিত কেউ কিছু বুঝতে পারছি না। নীরবতা সেই বঙ্গবীরই ভাঙ্গলেন। বললেন - কাল সকালে আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো আপনি সংসদ ভবনে আসেন ওখানে বিস্তারিত কথা হবে। বললেন আমি একটু ব্যস্ত। এখন যাচ্ছি - কাল কথা হবে। রাতে খাবার টেবিলে আমি আর এম আর আখতার মুকুল খেতে বসেছি। প্রায় আধ ঘন্টার উপরে আমাদের কারো মুখে কোন কথা নেই। নীরবতা আমিই ভাঙ্গলাম- বললাম আমরা কিন্তু ওনাকে নিচ্ছি না এ্যান্ড আই উইশ আই ডিডিন্ট মিট হিম। তিনি বললেন আমিও ওকে সিডনি যেতে দিচ্ছি না - ফুল স্টপ।

একটা কথা সত্য যে রাজাকার কোনদিন মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে না কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা রাজাকার হয়ে যায়। তাইতো এই 'বঙ্গচির' এখন রাজাকারদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া গুলোতে টক শো'র বক্তা, কলাম লিখিয়ে হয়েছে। ওঁকে টাঙ্গাইলসহ পুরো দেশ যে খেতে দেবে তিনি তাদের সাথে আছেন। বঙ্গবন্ধু এবং তার কন্যা ওঁকে খেতে দেয়নি তাইতে এত সব। তিনি নিজের গলায় নিজেই গামছা দিয়েছেন তাঁকে আর ফেরাবে কে? ধিক্ তাঁকে ধিক্।
২৪শে অক্টোবর এ সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সাংবিধানিকভাবে ২৫শে জানুয়ারীর মধ্যে নির্বাচন শেষ করতে হবে। দু'পক্ষই যেভাবে টাগ অব ওয়ারে লিপ্ত তাতে করে নির্বাচন নিয়ে কোন সমঝোতায় না এলে সেই

মঈন বারীদের মত কারো কাছে চলে যাবে দেশের ভাগ্যের রশি। আবার আসবে সেই ভয়াবহ ১/১১। কিন্তু এবার এর ভয়াবহতা কেউ কল্পনাও করতে পারছেন না। হাতে আর মাত্র তিন সপ্তাহ।

একটা সমঝোতায় এসে যদি নির্বাচন হয় তবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে - আমরা কী চাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং রায় কার্যকর? নাকি তারা সব ছাড়া পেয়ে আবার মন্ত্রী এমপি হয়ে গাড়ীতে বাড়িতে পতাকা তুলে আঙ্গুলে ভি সাইন দেখাবে। সেটাই কী অবশেষে আমাদের চাওয়া? সামনে বড় কঠিন দিন।

এরইমধ্যে রায় বেরুলো সাকা'র ফাঁসি। এই সরকারের হাতে আর সময় মাত্র তিন হপ্তা। এতো অল্প সময়ের মধ্যে রায় গুলো কী কার্যকর করা যাবে? এই সরকার যদি আর ফিরতে না পারে তবে কী আবার দেখতে হবে ফাঁসির বদলে সাকা'র সেই ক্রুর হাসি, চাঁদের মধ্যে সাঈদীর মুচকী হাসি আর 'ভি' চিহ্নের মাঝে কাদের মোল্লার দাম্ভিক হাসি? সেখানেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বড় অস্থির সময় এখন। চ্যালেঞ্জ সর্বত্রই।